গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর
অপারেশন ও সমন্বয় শাখা

বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তরের জানুয়ারি/২২ মাসের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	মোহাম্মদ ইলিয়াস হোসেন মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
সভার তারিখ	২৫ জানুয়ারি ২০২২
সভার সময়	বিকাল ২:০০ ঘটিকা
স্থান	জুম প্লাটফর্ম
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট-ক

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম আরম্ভ করেন। অতঃপর পরিচালক (অপারেশন ও সমন্বয়) কে কার্যসূচি অনুযায়ী আলোচনা শুরুর অনুরোধ করেন।

সভার আলোচ্য সূচি:

(১) বিগত ২৫-১২-২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়করণ।

(২) বিগত ২৫-১২-২০২১ তারিখের সমন্বয় সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও নতুন বিষয়াদির পর্যালোচনা।

মহাপরিচালক পূর্ববর্তী সভার কার্যবিবরণী নিয়ে কোন সদস্যের দ্বিমত বা মতামত না থাকায় কার্যবিবরণী নিশ্চিত করেন। অতঃপর সভাপতির অনুমতিক্রমে পরিচালক (অপারেশন ও সমন্বয়) বিগত মাসের সমন্বয় সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি উপস্থাপন করেন এবং উপস্থিত কর্মকর্তাগণ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

আলোচ্যসূচি অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী শাখা
ভূবিজ্ঞান সংক্রান্ত			
১।	আলোচ্যসূচি-১: ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বহিরঞ্জন সম্পর্কিত আলোচনায় অপারেশন ও সমন্বয় শাখার শাখাপ্রধান জনাব মোঃ কামরুল আহসান, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন ভূ-বৈদ্যুতিক ও ভূ-কম্পন জরিপ শাখা হতে একটি দল বহিরংগন কার্যক্রম সম্পন্ন করে সদর দপ্তরে যোগদান করেছে। উপকূলীয় ও সামুদ্রিক ভূতত্ত্ব শাখা হতে ০১ টি দল বর্তমানে বহিরঞ্জনে অবস্থান করছে। দূর অনুধাবন ও জিআইএস শাখা হতে ০১ টি দল বহিরংগনের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছেন। এছাড়া, ভূরসায়ন ও পানি সম্পদ শাখার বহিরংগন দলের ০২ জন কর্মকর্তা করোনা আক্রান্ত হওয়ায় নির্ধারিত সময়ে বহিরংগনে যেতে পারেন নি। আক্রান্ত কর্মকর্তাগণের সুস্থতা সাপেক্ষে আশা করা যায় দলটি ফেব্রুয়ারি ২০২২ মাসের ১ম সপ্তাহে বহিরংগনে গমন করবেন মর্মে বর্ণিত শাখার শাখা প্রধান সভাকে অবহিত করেন।	পরিকল্পনা মোতাবেক ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক বহিরঞ্জন কর্মসূচি সম্পাদন করতে হবে।	পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন শাখাসহ সকল শাখা

২।	২০২১-২০২২ অর্থবছরের এপিএ সংক্রান্ত আলোচনায় পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন শাখার অতিরিক্ত দায়িত্বে নতুন যোগদান করেছেন উল্লেখ করে জনাব আরিফ মাহমুদ, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন এপিএ এর একটা বড় অংশ প্রশিক্ষণ। ২০২১-২০২২ অর্থবছরের এপিএতে মোট ২০ টি সেমিনার আয়োজনের পরিকল্পনা রয়েছে। এ পর্যন্ত ৫টি উপস্থাপনা সম্পন্ন হয়েছে, অবশিষ্ট ১৫ টি উপস্থাপনা সম্পন্ন করতে হবে। এছাড়া তিনি আরো উল্লেখ করেন স্থানীয় ৫০ জনঘন্টা প্রশিক্ষণের মধ্যে ইতোমধ্যে ৩০ জনঘন্টা প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। বাকী ২০ জনঘন্টা প্রশিক্ষণ অবশিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করানোর চেষ্টা করা হবে। এ বিষয়ে মহাপরিচালক মহোদয় সভাকে অবহিত করেন যে, এপিএ অর্জনের বিষয়ে সিনিয়র সচিব মহোদয় খুবই আন্তরিক ও সঠিক সময়ে বাস্তাবায়নের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেছেন। টার্গেট ফুলফিল করে সকলকে এপিএ অর্জন করতে হবে। প্রয়োজন হলে ছুটির দিনেও কাজ করতে হবে। সেমিনার যত দুত সম্ভব শেষ করতে হবে। মুজিববর্ষে জিএসবি'র ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে ১৩-১৫ ডিসেম্বর ২০২২ সময়ে আয়োজিত জাতীয় সেমিনার উপলক্ষে প্রকাশিত অ্যাবস্ট্রেক ভলিউম হতে নির্বাচিত বিষয় নিয়ে সেমিনার আয়োজনের বিষয়ে জনাব আরিফ মাহমুদ, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন সকল শাখা প্রধানকে এ বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণের লক্ষে পত্র দেয়া হয়েছে। সেমিনারের বিষয় ও সময় উল্লেখপূর্বক তালিকা সরবরাহ করা হলে প্রকাশনা ও প্রশিক্ষণ শাখা হতে সেমিনার আয়োজনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।	ক) এপিএ লক্ষমাত্রা অর্জনে এপিএ টিমসহ সংশ্লিষ্ট সকল কমিটিকে সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে।	এপিএ টিম
৩।	ভূ-বৈজ্ঞানিক শাখাগুলোর বহিরংগন কর্মসূচীর প্রতিবেদন জমাদান সংক্রান্ত আলোচনায় জনাব আরিফ মাহমুদ, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন বহিরংগন কর্মসূচী শেষে প্রতিবেদন প্রণয়নের কাজ শেষ করে সংশ্লিষ্ট শাখা প্রধানের মাধ্যমে প্রতিবেদন জমা প্রদানের জন্য সবাইকে নিয়মিতভাবে অবহিত করা হচ্ছে। নানা কারণে জিএসবি'র এডিটোরিয়াল বোর্ডের গত ০৮ মাসে কোন সভা না হওয়ায় এ খাত কিছুটা পিছিয়ে পড়েছে। বিশেষ করে কোভিড-১৯ এর কারণে প্রতিবেদন প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট বহিরংগনে সংগৃহীত নমুনাসমূহ জিএসবি'র পরীক্ষাগারে পরীক্ষাপূর্বক বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয়নি বিধায় অনেক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও তথ্য সেন্টারে জমা প্রদান সম্ভব হয়নি, তবে কিছু প্রতিবেদন ইতোমধ্যে জমা প্রদান করা হয়েছে। সর্বশেষ ০২ টি প্রতিবেদন জমা পড়েছে। আপাতত আর কোন পেন্ডিং প্রতিবেদন নেই। মহাপরিচালক মহোদয় এডিটোরিয়াল বোর্ডের গত ০৮ মাসে কোন সভা না হওয়ার কারণ জানতে চান। এ প্রসঙ্গে জনাব আরিফ মাহমুদ, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) জানান এডিটোরিয়াল বোর্ডের সভাপতির দায়িত্বে থাকা প্রাক্তন পরিচালক বিষয়টিকে গুরুত্ব কম প্রদান করায় বিলম্ব হয়েছে। নতুন কমিটি বিষয়টি অনুধাবন করে দ্রুততার সাথে কাজ করলে এ সমাস্যা থাকবেনা বলে তিনি সভাকে অবহিত করেন। এ বিষয়ে এডিটোরিয়াল বোর্ডের সদস্য জনাব আসমা হক, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন, কোভিড-১৯ এর কারণে গত প্রায় ১৮ মাসে বোর্ডের সভা কম হয়েছে। এছাড়া, বিগত এক বছরে অবসরজনিত কারণে এডিটোরিয়াল বোর্ডের কয়েকজন সভাপতি পরিবর্তন হয়েছেন। তাছাড়া বিগত সভাসমূহে গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে রিভিউয়ারদের বরাবর প্রেরিত কিছু প্রতিবেদন এখনো পাওয়া যায়নি মর্মে তিনি সভাকে অবহিত করেন। মহাপরিচালক মহোদয় এডিটোরিয়াল বোর্ড পুনর্গঠনের কথা বলেন।	সকল শাখার অনিষ্পন্ন প্রতিবেদনের কাজ অতি দ্রুত শেষ করে প্রতিবেদন জমা দিতে হবে। এডিটোরিয়াল বোর্ড পুনর্গগঠন করতে হবে।	ক) সকল শাখা
প্রশাসনিক আলোচনা			

১।	ঢাকার মিরপুর, খুলনা, চট্টগ্রাম, বগুড়া এবং জয়পুরহাট জেলায় জিএসবি'র বিভিন্ন জায়গার পরিমাণ এবং উক্ত জায়গাসমূহে নির্মিত/নির্মিতব্য ক্যাম্প অফিস/রেস্ট হাউজের উল্লেখ করে পরিচালক (অপারেশন ও সমন্বয়) জানান, খুলনার জমির রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করা গেলেও জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের অসহযোগিতার কারণে ঢাকার মিরপুর এবং চট্টগ্রামের জমির রেজিস্ট্রেশন করা সম্ভব হচ্ছেনা। এর ফলে মিরপুরের জমিতে বহুতল ভবন নির্মানের লক্ষে ইতিপূর্বে প্রণিত নকশা অনুমোদন করানো যাচ্ছেনা। মিরপুরের জমির বরাদ্দ মূল্য জিএসবি বুক ট্রান্সফারের মাধ্যমে পরিশোধ করা হলেও এ সংক্রান্ত কোন ডকুমেন্ট জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ বরাবর নেই মর্মে জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে। মূল্য পরিশোধের প্রমাণক সংগ্রহের লক্ষ্যে জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট অফিসে পত্র প্রেরণ করেছে। উপপরিচালক, অপারেশনসহ সংশিলষ্ট কর্মকর্তা জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অফিসের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছেন। সংশ্লিষ্ট অফিসসমূহ হতে এ বিষয়ে এখনো কোন জবাব পাওয়া যায়নি মর্মে জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে। মহাপরিচালক মহোদয় এজি অফিসে এ বিষয়ে যোগাযোগসহ জমি গুলোর আনুসঙ্গিক কাগজপত্র দেখানোর জন্য বলেন। প্রয়োজনে এ বিষয়ে জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলবেন মর্মে মহাপরিচালক মহোদয় জানান। সিলেট জেলার গোয়াইন ঘাট উপজেলায় জিওলজিক্যাল হেরিটেজ হিসাবে ঘোষিত জমি সংক্রান্ত আলোচনায় পরিচালক, অপারেশন ও সমন্বয় জানান, জমি অধিগ্রহণের লক্ষ্যে জেলা প্রশাসক, সিলেট বরাবর এল এ ফান্ডে ২৫ কোটি টাকা প্রদান করা হলেও এখনো জমি অধিগ্রহণ করা হয়নি। জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন জমির মালিকানার অংশীদারিত্ব নিয়ে মামলা হওয়ায় টাকা প্রদান করা যায়নি বিধায় জমি অধিগ্রহণ সম্ভব হয়নি। মহাপরিচালক বলেন যে, অংশীদারিত্ব নিয়ে সমাস্যা থাকলে তা জমি অধিগ্রহণে কোন বাধা হওয়ার কথা নয়। ডিসি জমি অধিগ্রহণ করে দেবে। পরবর্তীতে মামলা নিষ্পত্তি হলে অংশীদারগণ তাদের পাওনা টাকা পেয়ে থাকেন। মহাপরিচালক মহোদয় একজন কর্মকর্তাকে অধিগ্রহণের বিষয়ে খোঁজ নেয়ার জন্য সিলেটে পাঠানোর নির্দেশনা প্রদান করেন। প্রয়োজনে এ বিষয়ে জেলা প্রশাসন, সিলেট এর সাথে কথা বলবেন মর্মেও মহাপরিচালক মহোদয় জানান।	ক) জিএসবির ঢাকার মিরপুর ও চট্টগ্রাম এর জমির রেজিস্ট্রেশনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। জিওলজিক্যাল হেরিটেজ হিসাবে ঘোষিত সিলেট জেলার গোয়াইন ঘাটের জমির অধিগ্রহণের বিষয়ে খোঁজ নেয়ার জন্য একজন কর্মকর্তাকে সিলেটে পাঠানো হবে।	অপারেশন ও সমন্বয় এবং জিওলজিক্যাল হেরিটেজ সংশ্লিষ্ট কমিটি
২।	কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে জনাব মো: কামরুল আহসান, পরিচালক (অপারেশন ও সমন্বয়) বলেন, অফিস সহায়ক এবং নিরাপত্তা প্রহরীর ৩২টি পদের লিখিত পরীক্ষা ও মৌখিক পরীক্ষা শেষে ডিপিসি কমিটি সুপারিশ প্রদান করেছে। ড্রাইভার পদের ৭জন প্রার্থীর লাইসেন্স বিআরটিএ থেকে ভেরিফিকেশন করে আনা হয়েছে। শারীরিক প্রতিবন্ধীদেরও ভেরিফিকেশন সম্পন্ন হয়েছে এবং মুক্তিযোদ্ধা কোটা ভেরিফাই করার জন্য জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। ভেরিফাই হয়ে আসলে নিয়োগ সম্পন্ন করা হবে। তিনি আরো বলেন নিয়োগ প্রক্রিয়ার জন্য মন্ত্রণালয়ে চাহিত ৬৩ টি পদের মধ্যে ৬০ পদে নিয়োগের অনুমোদন পাওয়া গিয়েছে। ৩২টি পদের নিয়োগ সম্পন্ন হলে অনুমোদিত ৬০ টি পদে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করা হবে মর্মে পরিচালক, অপারেশন ও সমন্বয় জানান। তিনি আরও বলেন কর্মকর্তাদের নিয়োগের বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা হচ্ছে। এ বিষয়ে পিএসসি'র সচিব মহোদয়ের সাথে কথা বলবেন মর্মে মহাপরিচালক সভাকে অবহিত করেন।	ক) চলমান নিয়োগ প্রক্রিয়া অতি দুত সম্পন্ন করা। খ) কর্মচারীদের সকল পদে যাতে নিয়োগ প্রদান করা যায় তার ব্যবস্থা গ্রহণ করা।	অপারেশন ও সমন্বয়
বিবিধ আলোচনা			

১।	বৈদেশিক প্রশিক্ষণ বিষয়ক আলোচনায় আরিফ মাহমুদ, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন প্রায় চার (০৪) বছর পূর্বে চায়না জিওলজিক্যাল সার্ভে এবং ইন্ডিয়ান জিওলজিক্যাল সার্ভের সাথে এমওইউ (MoU) করা হয়েছে, কিন্তু পরবর্তীতে প্রতিষ্ঠান দুটির সাথে আর কোনো যোগাযোগ করা হয়নি। দায়িত্ব নেয়ার পর প্রতিষ্ঠান দুটির সাথে যোগাযোগ করে চিঠি প্রেরণ করা হয়। এ প্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠান দুটি ক্যাটাগরিমাফিক প্রশিক্ষণের বিষয় ও খরচের তালিকা প্রেরণ করে। এখন প্রশিক্ষণার্থী বাছাই বিশেষ করে প্রশিক্ষণের খরচ কীভাবে প্রেরণ করা হবে এ বিষয় জটিলতা তৈরি হয়েছে। মহাপরিচালক বলেন সেক্ষেত্রে অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কীভাবে এ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে সেটা বিবেচনায় নেয়া যেতে পারে।	জিএসবির চাহদানুযাযী প্রশিক্ষণ আয়োজনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	প্রকাশনা ও প্রশিক্ষণ শাখা।
২।	জনাব মো: কামরুল আহসান, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন জার্মান এর সাথে চলমান জিওইউপ্যাক (GeoUPAC) প্রকল্প আগামী জুন/২২ এ শেষ হয়ে যাবে। জনাব সালমা আক্তার, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) ও জনাব সৈয়দ নজরুল ইসলাম, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) টিএপিপি'র মাধ্যমে আরও একটি প্রকল্প প্রস্তাব করতে চাচ্ছেন। এ ব্যাপারে আলোচনাও হয়েছে এবং সেখানে একজন জার্মান প্রতিনিধিও উপস্থিত ছিলেন। এ বিষয়ে টিএপিপি প্রণয়নের জন্য জনাব মোঃ আলী আকবর, পরিচালক (ভূতত্ত্ব)কে প্রধান করে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। টিএপিপি প্রণীত হলে জার্মানদের সাথে আরও একটি প্রকল্প হওয়ার সম্ভাবনা আছে। টিএপিপি প্রণয়ন সম্পর্কে মহাপরিচালক জানতে চাইলে জনাব মোঃ আলী আকবর, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন জানুয়ারি মাসেই কমিটি গঠিত হয়েছে, টিএপিপি কোন আঙ্গিকে, হবে কীভাবে হলে দেশ বেশি লাভবান হবে সে বিষয় বিবেচনা করে কমিটি কাজ করছে যাতে জার্মান যে পয়ত্রিশ (৩৫) মিলিয়ন ইউরো এর মতো ফান্ড দিতে আগ্রহী হয়েছে তার সঠিক ব্যবহার হয়। মহাপরিচালক কাজটি দ্রত শেষ করার গুরুত্ব আরোপ করেন এবং প্রয়োজনে তার সাথে পরামর্শ করার কথা বলেন।	জরুরী ভিত্তিতে টিএপিপি প্রণয়নের কাজ করতে হবে	টিএপিপি প্রণয়ন কমিটি
৩।	চলমান অর্থবছরের খনন স্থান নির্ধারণ সংক্রান্ত আলোচনায় জনাব নিজাম উদ্দিন আহমদ, পরিচালক (ভূপদার্থ) বলেন ইতোমধ্যে অভিকর্ষীয় ও চুম্বকীয় এবং ভূকম্পন জরিপ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। জরিপে প্রাপ্ত তথ্য নিয়ে প্রাথমিক আলোচনাও হয়েছে, আশা করা যায় অচিরেই সম্ভাবনাময় খনন স্থান নির্ধারণ করা যাবে। মহাপরিচালক বলেন, এটি যেহেতু এপিএ'তে অন্তর্ভুক্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ তাই খনন কার্যক্রম শুরু করার জন্য দ্রুত স্থান নির্ধারণ করা প্রয়োজন। তিনি আরও বলেন প্রত্যেকটি কাজ সম্পন্ন করার সময় কোন সমন্বয়হীনতা রাখা যাবে না, সংশ্লিষ্ট সকলকে তার কাজ যথা সময়ে শেষ করতে হবে।	খনন কার্যক্রম শুরু করার জন্য দ্রুত কূপ খননের স্থান নির্ধারণ করতে হবে।	খনন সংশ্লিষ্ট শাখাসমূহ
৪	চলমান জিওইউপ্যাক (GeoUPAC) প্রকল্পের অগ্রগতি বিষয়ে জনাব নুরুন্নাহার ফারুকা, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) জানান প্রকল্পের কাজ পরিকল্পনা মাফিক এগিয়ে চলছে। আশা করা যায় নির্ধারিত সময়ে সকল কাজ সম্পন্ন হবে। মহাপরিচালক প্রকল্পের ফলাফল ও প্রাপ্তি সম্পর্কে জানতে চাইলে জনাব ফারুকা জানান এর উদ্দেশ্য হচ্ছে গ্রাউন্ডসুইটিবিলিটি ম্যাপ তৈরি করা যা নিরাপদ নগর পরিকল্পনায় ব্যবহৃত হবে। এছাড়া খুলনা, বরিশাল ও সিরাজগঞ্জসহ যেসব এলাকায় বহিরংগন কাজের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে সেসব এলাকায় নগর পরিকল্পনাসহ টেকসই উন্নয়ন কাজে ভূতাত্ত্বিক তথ্য কাজে লাগবে। প্রকল্পের রিপোর্ট প্রকাশ সম্পর্কিত প্রশ্নোত্তরে তিনি আরও বলেন রিপোর্ট তৈরি হবে ও জার্নালে প্রকাশিত হবে এবং ১:২৫০০০ স্কেলে ম্যাপ তৈরি করে অংশীজনদের ব্যবহার উপযোগী করে ভূতাত্ত্বিক তথ্য সন্নিবেশ করা হবে।		

মোহাম্মদ ইলিয়াস হোসেন
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)

স্মারক নম্বর: ২৮.০৫.০০০০.০০০.০৬.০০৪.১৮.১০

তারিখ: ৫ ফাল্গুন ১৪২৮

১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২২

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) সিনিয়র সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

২) উপ-মহাপরিচালক (ভূতত্ত্ব) (অতিরিক্ত দায়িত্ব), উপ-মহাপরিচালক এর দপ্তর (বিভাগ-১), বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর

৩) জিএসবি'র শাখা প্রধানগণ

৪) লাইব্রেরিয়ান-২, প্রকাশনা ও প্রশিক্ষণ শাখা, বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর

৫) জিএসবি'র শাখা প্রধানগণ

মোঃ কামরুল আহসান
পরিচালক (ভূতত্ত্ব)